চৈতন্য, আন্দোলন

জ্যোৎস্না গুপ্ত

বঙ্গদেশে পাঁচশ বছর আগে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে একটা সর্বব্যাপী উৎসাহ উদ্বেলতা প্রকাশ পেয়েছিল। তার সমতুল্য কিছু তুর্কবিজয় থেকে শু করে ইংরেজবিজয় পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ঘটেনি। প্রত্যক্ষত চৈতন্য ছিলেন এক ধর্মসাধক। সরল ভাষায় বললে একজন ধর্মগু। কিন্তু একটা জাতি এমন চঞ্চল হয়ে উঠল যে ধর্মের চৌহদ্দীর মধ্যে এবং চৌহদ্দীর বাইরে ত ার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। এটা ঠিক, মধ্যযুগীয় ভত্ত আন্দোলন ভারতের বহুস্থানে যেমন প্রথাগত ধর্মের বিদ্ধে সংকীর্ণতার প্রতিবাদে মহত্তর মানবধর্ম প্রচারে গুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, চৈতন্য - নেতৃত্বকে তারই অন্তর্ভুক্ত করার য ায়। কিন্তু অন্যান্য ভক্তিবাদী সন্তরা চৈতন্যদেবের মতো একটা জাতীয় জাগরণ ঘটাতে পারেননি। আবার একথাও ঠিক ন ানকের নব ধর্ম শিখ জাতির জন্ম দিয়ে যেমন একটা বড় রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল, চৈতন্য - আন্দোলন তার সদৃশ কিছু করতে পারেনি। আরও একটা দিকে চৈতন্যপন্থার সীমাবদ্ধতা ছিল। যে সহজ ও লৌকিক সর্বজনগ্রাহ্য ম ানবিকতায় এই ধর্ম মুক্তির আহ্বান এনেছিল তা কিন্তু শেষপর্যন্ত তাত্ত্বিকতায় ও পণ্ডিতী নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু চৈতন্যপন্থার মধ্যে এমন শক্তি নিহিত ছিল, যাতে এর হাতে এক দিকে সদর রাস্তায় তত্ত্ব- দর্শনের দিকে ঊর্ধমুখী ছিল, অন্যদিকে আর একটি হাত অন্দরে সহজ - সাধক অজস্র ধর্মগোষ্ঠী পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল -- তাদের বেশির ভাগ অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। এর ফলে চৈতন্য - ধর্ম সমাজের 'নিচ' স্তরে যেমন'উচচ' অভিজাতদের কাছেও তেমনি বরণীয় ছিল। এই সমন্বয়ী চরিত্র বাংলার বৈষ্ণবদের মধ্যে ভূস্বামী তেজারতি কারবারী ও এবং ভিখারি - রৈরাগীদের একটা চাঁদে ায়ার তলায় এনেছিল। আধুনিক অর্থনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামে ঝিবাসীরা এই ধরনের সমন্বয়ের কথা পছন্দ না করতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক অনতিত্রমনীয় দূরত্ব সত্ত্বেও ইসলাম প্রভৃতি ধর্মে যে ধর্মীয় অধিকারের ঐক্য হিন্দু ধর্মেও তার সদৃশ সমভ াব এল।

এই কথাগুলি খুব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে, এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম মাত্র।

।।দুই ।।

চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, নাট্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র সংগঠন-- প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে নতুন মনন, ভাব াবেগের প্রবলতা সচেতন ভাবে তরঙ্গিত হতে লাগল।

বৈষ্ণব পদালীর একটি ক্ষীণ বাংলায় ছিল। সেখানে একটিমাত্র নাম চণ্ডীদাস --- তা নিয়েও সমস্যার অন্ত নেই। আর চৈতন্য- আন্দোলনের ফলে শতাধিক কবি কয়েক হাজার কবিতা লিখলেন। তিনশ বছর ধরে তার প্রবাহ সমানে চলেছে। লৌকিক সাহিত্যে যে কত কবি ঐ একই বিষয়ে কবিতা লিখেছেন তার হিসেব নেই। আবার বিভিন্ন আধা - বৈষ্ণব বাউল - বৈষ্ণব সহয়িা ধর্ম গোষ্ঠীর সাধক - কবিদের রচিত কবিতার সংখ্যাও অজস্র। প্রায় বা পুরো ধর্ম - অসম্পৃত্ত কবিগানেও বৈষ্ণব কবিতার প্রত্যক্ষ অনুসরণ।

শুধুই পদাবলীর মতো গীতি কবিতা নয় রাধা - কৃষ্ণের লীলা নিয়ে নানা গল্পও লেখা হয়েছে। বাঙালির নিজস্ব কল্পনার বস্তু সেগুলি, ভাগবত পুরাণ থেকে রূপে স্বাদে অন্যরকম।

এই বিষয়ে আর একটি কথা। লৌকিক রাধাকৃষ্ণের গান ও কবিতা এবং বিচিত্র আখ্যান মুখে মুখে অনেক তৈরী হত। চৈতন্যদেবের আগে থেকেই হত, কিন্তু চৈতন্য - পরবর্তী সময়ে তা অনেক বেড়ে যায়। অনায়াসে তা বৈষ্ণব ধর্মের সীমানার বাইরে চলে গিয়েছিল। অনেক গবেষক বলে থাকেন যে বাংলার গ্রামে প্রচলিত একান্ত মানবিক লোকগীতি থেকে বৈষ্ণব পদাবলীর জন্ম। আমরা সে তত্ত্বে আপত্তি করছি না। কিন্তু পাশাপাশি একথাও সত্য বলে মনে হয় যে চৈতন্য প্রভাবের ফলে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের যে বিপুল প্রবাহ সৃষ্ট হয়েছিল সেই উৎস থেকে, লোকগীতের বহু শাখা নদীরও জলরাশি মুক্তি পেল। একদিকে লোকায়ত মানুষের গান, অন্যদিকে সাধনারগান, দুদিকের মুখ খুলে দিল চৈতন্য কাব্যান্দোলন।
চৈতন্য স্বয়ং নৃত্যসহ কীর্তন, নগর সংকীর্তন, পালা ধরে লীলাভিনয় -- এগুলির প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর জীবনী - কাব্যগুলি সতর্কভাবে পড়লে এই সব সংগীত - নৃত্য- অভিনয়াদি শিল্প - কলার স্বরূপ কি ছিল তার স্পষ্ট চেহারা জানা যাবে। এবং এসব নেহাৎ ভাবেভোলা এক অবতার - পুষের স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনা নয়। এর মধ্যে একটা বৃহত্তর অভিপ্রায় ও সচেতন পদ্ধতির প্রবর্তন ছিল। না হলে চৈতন্য পরবর্তী বাংলায় কীর্তন গানের বিচিত্র এবং দীর্ঘস্থায়ী রূপাবর্তনে, পালা ভিনয়ে, কৃষ্ণযাত্রায় এই সূত্রের এত বর্ণময় অনুসরণ চলত না।

।। তিন ।।
বাঙালি বৈষ্ণবেরা শুধুই এক উদার মানবিক ধর্মের অভিঘাতে জনসাধারণের মধ্যে নব জাগরণ ঘটায়নি। মহাপণ্ডিত ভক্তরা মিলে একটি নতুন দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র তথা সাধন - পদ্ধতি প্রণয়ন করলেন। প্রধানত সংস্কৃতে এবং কিছু বাংলায়, যেমন কবিরাজ গোস্বামীর বইয়ে, যেমন গভীর তেমনি জটিল মনন প্রকাশ পেল। বাঙালির মনীষা যে শুধু ভাবব্যাকুল পদলালিত্যের নয়, শাস্ত্র -জিজ্ঞাসায়ও উচচস্তরের সাফল্য অর্জনে সমর্থ তার প্রমাণ মিলল।
বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা অনেকে রাজকীয় সমৃদ্ধি ও বহুদর্শী প্রজ্ঞার অধিকার নিয়ে দার্শনিকতায় এসেছিলেন। তাঁরা দেশের ও জাতির মর্মমূলের আদ্য সংস্কার যে শাক্ত চেতনা, আদিভূতা সনাতনী, কালিকা, তাঁকে রাধায় রূপান্তরিত করে নাম দিলেন রাধিনী। শাক্তেরগ্রাস করে নেবার এই প্রয়াস বলে দেয় এঁরা একটা বৃহৎ ও সর্বব্যাপী ধর্ম - সংস্কৃতির স্বপ্নও দেখেছিলেন।
তাই মঙ্গলকাব্যগুলি বৈষ্ণবী ভক্তিব্যাকুলতায় রূঢ়তা ঢেকে ফেলল চৈতন্য পরবর্তীকালে। যাঁরা অতদূর যেতে চাইলেন না তাঁরাও বৈষ্ণব - শাক্তে ধর্মসমন্বয়ের কথা কমবেশি না বলে পারলেন না। বামমার্গীয়, তন্ত্রসাধনা ও কাপালিক - আচার দীর্ঘস্থায়ী ওসুবিস্তৃত বৈষ্ণবী ভাবান্দোলনের ফলেই বীভৎস ও ভয়ংকর বলে সাধকদের বাইরে অখ্যাতি লাভ করল এবং অনেকখানি আত্মগোপন করল লোকচক্ষুর আড়ালে, আর খানিকটা সহজিয়া হঠযৌগিক প্রক্রিয়ার পথ ধরে ইন্দ্রিয়ালু কামলতায় নবজন্ম গ্রহণ করল।

।।চার।।
চৈতন্য আন্দোলনের সামগ্রিক পরিচয় দিতে গেলে বড় বই লিখতে হয়। আমরা বড় প্রবন্ধও লিখলাম না। কয়েকটি মোটা সূত্রের মাত্র উল্লেখ করলাম। এমনকি এই আন্দোলনে মূল মানবিক প্রত্যয়গুলি নিয়েও কিছু বললাম না।, কারণ তা প্রায় সর্বজনবিদিত।
তবে একটি কথা বলে শেষ করব। এই ভাবান্দোলন রাজনীতি অর্থাৎ তুর্কিবিজয় প্রতিরোধের উৎসে জন্মেও অল্প কালের মধ্যে সেখান থেকে সরে গিয়েছিল। সমাজের সেই বাস্তবতার মুখ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবার জন্যই কি এই সংস্কৃতিসর্বস্ব আন্দোলন শেষ পর্যন্ত অকার্যকর হয়ে পড়ল?
আমাদের কিন্তু মনে হয় না যে অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। বরং বিশ্বে এমন সাংস্কৃতিক - সামাজিক আন্দোলন কমই দেখা গিয়েছে যা চৈতন্য আন্দোলনের মতো দেড় - দুশ বছর প্রভাব - প্রতিপত্তির এরকম শীর্ষে থেকেছে। এমন ধর্মীয় - সামাজিক আন্দোলন প্রায় নেই যা আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন - স্পর্শ বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে।
এখানেই বাঙালির সংস্কৃতিতে চৈতন্য - আন্দোলনের গৌরবময় ভূমিকা।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com